পলিসি ব্রিফ
৭১ / ২০১৮

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

International Institute for Educational Planning

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ব্যবহার: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে করণীয়*

ভূমিকা

বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি ও নাগরিক উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে স্কুল মনিটরিং বোর্ড, মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত তথ্য বোর্ড, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, অংশগ্রহণমূলক মা ও অভিভাবক সমাবেশ, স্যাটেলাইট তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে সভা ইত্যাদি। নাগরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশের ৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলাসহ মোট ৪৫টি এলাকায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর মাধ্যমে এবং ক্যাম্পেইন ফর পপুলেশন এডুকেশন (ক্যাম্পে) তার নির্বাচিত এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্যের উন্মুক্তকরণ ও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এসব সরকারি এবং নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে উন্মুক্ত তথ্যের তুলনামূলক অবদান সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার অনুপস্থিতি রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্যের উন্মুক্তকরণে সরকারি ও নাগরিক উদ্যোগের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণের জন্য জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন (ইউনেসকো) - এর উদ্যোগে টিআইবি সম্প্রতি একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের উদ্যোগগুলো আরো জোড়ালো ও কার্যকর করার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আইন বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা ব্যতিত তথ্য প্রকাশের আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। স্বপ্রণোদিত তথ্য উন্মুক্তকরণের বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬ নং ধারায় 'প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে' বলে উল্লেখ থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মন্ত্রণালয় কিংবা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান না করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিজ থেকে তথ্য প্রকাশের বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা অনুভব করে না।

সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চাহিত তথ্যের বাইরের স্কুল তথ্যও স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের যে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এবং এর কার্যকরতা নিশ্চিতে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রণীত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে।

আর্থিক বরাদ্দ

বিদ্যালয়গুলোতে মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ করা ও তথ্য উন্মুক্তকরণ কার্যক্রমের জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। অন্যদিকে টিআইবি'র উদ্যোগে মা ও অভিভাবক সমাবেশে মা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মাইকিং করা, শিক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও সমাবেশ শেষে আপ্যায়নসহ অন্যান্য খাতে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। তবে টিআইবি'র কার্যক্রম যেহেতু প্রকল্প ভিত্তিক তাই প্রকল্প বন্ধ হলে স্কুলগুলোতে এসব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

সুপারিশ

মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যেগুলোর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয় তা পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে যাতে বিদ্যালয়গুলো এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ অন্যান্য তথ্য প্রচারের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

দক্ষতা বৃদ্ধি

শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও তথ্য উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে কি কি নীতিমালা ও নিয়মকানুন রয়েছে, কিভাবে মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। অন্যদিকে টিআইবি শিক্ষক, এসএমসির সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে স্কুল তথ্য উন্মুক্তকরণ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে কর্মশালা ও সভা করে থাকে। তাছাড়া টিআইবি'র স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা, সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্যগণ এবং সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সরাসরি মা ও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন ও তথ্য প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত থাকেন।

সুপারিশ

তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা, কার্যকর মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন সম্পর্কে সকল শিক্ষক বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সহজে ব্যবহারোপযোগী মডিউল তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক, এসএমসি সদস্য এবং বাছাইকৃত অভিভাবকদের জন্য উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের পদ্ধতিগত ও বাস্তবিক ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এসব প্রশিক্ষণের সমন্বয় করতে পারেন। এছাড়া অভিভাবকগণ মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

টিআইবি'র সম্পৃক্ততা রয়েছে এমন বিদ্যালয়ের ইতিবাচক চর্চা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির জন্য সেসব বিদ্যালয়ের মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মা ও অভিভাবক সমাবেশ ও মত বিনিময় সভা আয়োজন, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু

টিআইবি কার্যক্রম বহির্ভূত বিদ্যালয়ের অধিকাংশেই নিয়মিত মা বা অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় না। যেসব বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ বা অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সকল মা বা অভিভাবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় না এবং এসব বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল ও পড়ালেখা বিষয়ক তথ্য ছাড়া অন্য কোনো তথ্য দেওয়া হয় না। কিন্তু টিআইবি বিদ্যালয়গুলোতে মা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে। টিআইবি'র উদ্যোগে মা ও অভিভাবকদের পরীক্ষার ফলাফল ও পড়ালেখা বিষয়ক তথ্য প্রদান ছাড়াও উপবৃত্তির নিয়ম-কানুন ও পরিমাণ, স্কুলের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্য, এসএমসির দায়িত্ব কর্তব্য, নৈতিকতার শিক্ষা ও চর্চা ইত্যাদি বিষয়সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা ও অভিভাবকদের উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহী করা হয়। এছাড়া টিআইবি শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময় সভা বা সংলাপের আয়োজন করে থাকে এবং সেখানে বিদ্যালয়ের সুবিধা-অসুবিধাসহ অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সুপারিশ

মা সমাবেশগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিভাবকের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশমূলক চিঠি পাঠানো, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের হোম ভিজিট করা, স্কুল তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানানো, উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা, মাল্টিমিডিয়া ও বিভিন্ন ধরনের ছবি প্রদর্শণের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা এবং ইতিবাচক চর্চাগুলোকে বেশি করে প্রচারের ব্যাবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নের পাশাপাশি অনিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময় সভা বা সংলাপের আয়োজন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সেবা প্রাপ্তির নিয়ম, উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা এবং পরিমাণ, এসএমসি সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অভিভাবকদের সন্তুষ্টির মাত্রা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। নিয়ম-বহির্ভূত কার্যক্রম যেমন- অর্থ আত্মসাৎ, অপচয় ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষা অফিসগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠী, অভিভাবক ও নাগরিক সমাজের সদস্যগণকে নজরদারির কাজে সম্পৃক্ত করতে পারে। একই সাথে নৈতিকতার শিক্ষা ও চর্চার লক্ষ্যে নিয়মিত মতবিনিময় ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।

সচেতনতা বৃদ্ধি

সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মা ও অভিভাবকগণের মধ্যে তাদের সন্তানের মানসম্মত পড়ালেখা, শিক্ষক ও এসএমসির দায়িত্ব-কর্তব্য, শিক্ষকদের জবাবদিহিতা, মা ও অভিভাবক সমাবেশের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। টিআইবি পরিচালিত উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেহেতু মা ও অভিভাবক সমাবেশে উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ রয়েছে এবং মা ও অভিভাবকদের টিআইবি'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করানো হচ্ছে সেজন্য তারা মা ও অভিভাবক সমাবেশসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে।

সুপারিশ

উন্মুক্ত তথ্যলাভ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসকল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্যে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন এ সম্পর্কে পিটিএ ও এসএমসি'র মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

নিয়মিত হোম ভিজিট করতে হবে। হোম ভিজিটের সময়ে অভিভাবকদের জন্য তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা বিষয়ক তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তাদের নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারেন।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা

উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠি তথা অংশীজনদের তথ্য সংগ্রহের কাজে সম্পৃক্ত করা হয় না।

সুপারিশ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্য-সম্পাদন দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। সেক্ষত্রে সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড (সিআরসি) পরিচালনা করতে হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অভিভাবক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টির মাত্রা চিহ্নিত করা সম্ভব। স্থানীয় তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করে এ কাজটি করা যেতে পারে। আবার, সিআরসি'র তথ্য অভিভাবকসহ সকল অংশীজনদের মাঝে প্রকাশ ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্য প্রকাশের মাধ্যম

টিআইবি কার্যক্রম বহির্ভূত বিদ্যালয়গুলোতে মা ও অভিভাবকদের তথ্য প্রদানের জন্য কোনো আকর্ষণীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। অন্যদিকে টিআইবির কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে লিফলেট বিতরণ, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার ও মাইকের মাধ্যমে সকল অভিভাবকদের নিকট তথ্য পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। যেসব অভিভাবক পড়তে পারেন না তাদের জন্য টিআইবি'র স্বেচ্ছাসেবক দল লিফলেটের তথ্য পড়িয়ে শোনায়। সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে স্কুলগুলোতে কিছু সাধারণ তথ্য তাদের মনিটরিং বোর্ডে শিক্ষকদের রুমে টানিয়ে রাখা হয় যেখানে মা ও অভিভাবকদের প্রবেশের সুযোগ কম থাকায় তাতে তাদের অভিগম্যতা সীমিত। অন্যদিকে টিআইবি তাদের তথ্য বোর্ডটি সকলের দৃষ্টিগোচর স্থানে টানিয়ে রেখেছে যা সকলে দেখতে পারে।

সুপারিশ

বিদ্যালয়ের তথ্য প্রকাশের জন্য আকর্ষণীয় মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে লিফলেট, ছবি, মাল্টিমিডিয়া, নাটক, লোক গান ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া নিরক্ষর অভিভাবকদের তথ্য প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সকল অংশীজনের জন্য তথ্য প্রাপ্তি বা অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং বোর্ড, সিটিজেন চার্টার এবং অন্যান্য তথ্য বোর্ড উন্মুক্ত স্থানে সহজে পাঠযোগ্যভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রণোদনা

বিদ্যালয়গুলোতে উন্মুক্ত স্কুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কোনো প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। ফলে তারা স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের প্রতি আগ্রহ বোধ করে না।

সুপারিশ

যেসব বিদ্যালয় তথ্য প্রদান এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তুলনামূলক ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে হবে। অন্যদিকে, যেসব বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সফলতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। আবার, তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থাসহ নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

**ইউনেসকো ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশনাল প্লানিংয়ের (আইআইইপি) শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত তথ্যের ব্যবহারের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন থেকে সংকলিত। সূত্র : Roy, Dipu; Said Md. Juel Miah, Abu. 2018. Using open school data to improve transparency and accountability in Bangladesh. Series: Ethics and corruption in education. Paris: IIEP-UNESCO.

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh